সংবাদ

তারিখ 05 MAY 2018
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

আমতলীতে ভুয়া পরীক্ষার্থী আটক

প্রতিনিধি, বরগুনা

আমতলীতে চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় ভুয়া পরীক্ষার্থী সেজে পরীক্ষা দিতে এসে বকুল নেছা মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে আটক হয়েছে আরিফ হোসেন (১৯) নামে এক কলেজ ছাত্র। সে পটুয়াখালী সরকারি কলেজের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র। আরিফ বরগুনা সদর উপজেলার বুরিরচর গ্রামের বাবুল শরীফের ছেলে। আমতলী থানা ও পরীক্ষা কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, আমতলী সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র মেহেদি হাসানের (রোল ২২৩২১৮, রেজিস্ট্রেশন নম্বর-১১৫২৬২৭৭৪) পরিবর্তে ২৫ হাজার টাকা চুক্তিতে তার বন্ধু আরিফ বকুল নেছা মহিলা কলেজ কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ১২টি বিষয়ের পরীক্ষা দেওয়ার পর বৃহস্পতিবার সকালে উচ্চতর গণিত বিষয়ের পরীক্ষা দিতে বকুল নেছা মহিলা কলেজ কেন্দ্রে আসে আরিফ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে কেন্দ্রের গেট থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় তাকে আটক করে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে বন্ধুর হয়ে ভুয়া পরীক্ষার্থী সেজে ২৫ হাজার টাকা চুক্তিতে পরীক্ষা দিতে আসার কথা স্বীকার করে। আটক আরিফ জানায়, চাওরা চালিতা বুনিয়া গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে আমতলী সরকারি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের এইচএসসি পরীক্ষার্থী মেহেদি হাসান আমার বন্ধু। তার অনুরোধে এবং ২৫ হাজার টাকা চুক্তিতে ভুয়া পরীক্ষার্থী সেজে পরীক্ষা দিতে আসি। ভুল স্বীকার করে বলেন, এ কাজ আর করব না। বকুল নেছা মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিব মো. মজিবুর রহমান, ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ভুয়া পরীক্ষার্থী সেজে পরীক্ষা দেয়ার অপরাধে আরিফের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় মামলা করা হয়েছে। আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সহিদ উল্যাহ বলেন, আরিফের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা ১৯৮০ আইনে মামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। আমতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সরোয়ার হোসেন জানান, মেহেদি ভুয়া পরীক্ষার্থী সেজে এ পর্যন্ত ১২ বিষয়ের পরীক্ষা দিয়েছে। আজ উচ্চতর গণিত বিষয়ের পরীক্ষা দিতে এসে ধরা পরেছে। ভুয়া পরীক্ষার্থী সেজে পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে মেহেদি হাসানকে আটক করে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।